قصیدہ بردہ بنگالی ترجمہ

ইমাম বুসিরী (রহ)-এর

কাসীদা-ই-বুরদা

কাব্যানুবাদ

মুহাম্মদ রূহুল আমীন খান

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইমাম বুসিরী (রহ)-এর
কাসীদা-ই-বুরদা

কাব্যানুবাদ

মুহাম্মদ রূহুল আমীন খান

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কাসীদায়ে বুরদা পরিচিতি

“আল কাওয়াকিবুদ দুরবিয়াহ ফী মাদহি খায়রিল বারিয়াহ” বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর প্রশংসায় রচিত এক সুদীর্ঘ আরবী কবিতা। বিশ্ববিখ্যাত এ কবিতা ‘কাসীদা–এ–বুরদা’ নামে সুপরিচিত। ইমাম বুসিরী (রহ) এর রচয়িতা। তাঁর পুরো নাম শেখ আবূ আবদুল্লাহ শরফুদ্দিন মুহম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বুসিরী (রহ)। মিসরের বুসির নামক জনপদে তাঁর জন্ম। এই বুসির থেকে ইমাম বুসিরী নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। হিজরী ৬০৮ সালের ১লা শাওয়াল মুতাবিক ইং ১২১৩ সালের ৭ মার্চ তাঁর জন্মতারিখ। ১২৯০ সালে কায়রো নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুসিরী ছিলেন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও একজন প্রথিতযশা কবি। একজন কামিল বুযর্গ হিসেবেও তিনি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তবে ‘কাসীদা–এ–বুরদাই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কাসীদা–এ–বুরদা রচনার মূল প্রেরণা

কবি এক সময় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ অচল হয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন। বহু চিকিৎসার পরেও আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বিশ্বনবী (সঃ)–এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লিখে তাঁর উছিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে রোগমুক্তির প্রার্থনা করার নিয়ত করেন। কাসীদা রচনা সমাপ্ত হলে তিনি এক জুময়া’র রাতে পাক–পবিত্র হয়ে এক নির্জন ঘরে প্রবেশ করেন এবং গভীর মনোযোগে ভক্তিভরে কাসীদা আবৃত্তি করে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, সমগ্র ঘর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী (সঃ) সেখানে শুভাগমন করেছেন। কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়নবী (সঃ)–কে কাসীদা আবৃত্তি করে শুনাতে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে যখন কাসীদার শেষের দিকের একটি পংক্তি পর্যন্ত পৌছেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে “কাম আবরাআত আসিবান”—‘কত চিররুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করেছে প্রিয়নবীর পবিত্র হাতের স্পর্শ” তখন প্রিয়নবী (সঃ) তাঁর হাত মোবারক দিয়ে কবির সমগ্র দেহ মুছে দেন এবং তিনি খুশী হয়ে নিজ গায়ের নক্শাদার ইয়ামনী

ওজিফা হিসাবে কাসীদা শরীফ পাঠের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে বসে কাসীদা পাঠের শুরুতে ও শেষে ১৭ বার করে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ
عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ, সাইয়্যেদেনা মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি শান্তি, করুণা ও বরকত নাযিল করুন।

এরপর নিম্নোক্ত বয়াত পাঠ করে কাসীদা পাঠ শুরু করতে হবে :

চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখেন প্রিয়নবী নেই। তবে কবি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং নবীজীর প্রদত্ত চাদর তার গায়ে জড়ানো। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। প্রভাতে উঠে তিনি বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে দেখা হল এক দরবেশের সঙ্গে। দরবেশ বললেন, আপনি নবী (সঃ)-এর প্রশংসায় যে কাসীদা রচনা করেছেন আমাকে তা একটু শুনান। কবি বললেন, আমি এ বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, আপনি কোনটি শুনতে চান? দরবেশ কাসীদা-এ-বুরদা'র প্রথম চরণটি আবৃত্তি করে বললেন, এইটি। বিস্ময়াভিভূত কবি বললেন, আপনি কোথায় পেলেন, আমি তো এখনও এ কবিতা কাউকে দেখাইনি। দরবেশ বললেন, গতরাতে যখন আপনি এ কাসীদা প্রিয়নবী (সঃ)-কে আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তা শুনছিলাম। কেবল আমি নই, তখন তখনই এ কাসীদা আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে অত্যল্পকালের মধ্যে এ কাসীদা এবং এর কারামত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষ এর দ্বারা বিপদে-আপদে নানাভাবে উপকৃত হতে থাকে। সে থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে এ কাসীদা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে এর বহু অনুবাদ হয়েছে।

কাসীদার বৈশিষ্ট্য

ভাব, ভাষা ও ছন্দে এ এক রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কবিতা। অলঙ্কারে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও আংগিকে আশ্চর্য সফল, সাবলীল, প্রাণময় এ কাসীদা শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

কবিতার চরণকে আরবী ভাষায় বলা হয় মিসরা। দু' দু' মিসরা নিয়ে গঠিত হয় একটি বয়াত বা শ্লোক। এভাবে বহু বয়াতের সমাহার সুদীর্ঘ কবিতার নাম কাসীদা। কাসীদা-এ-বুরদা ১৬৫ শ্লোকবিশিষ্ট এমনি এক সুদীর্ঘ কবিতা। এতে রয়েছে ১০টি অধ্যায়। প্রিয়নবী (সঃ) এ কবিতা শুনে কবিকে নক্‌শাদার চাদর দান করেছিলেন বলে এর নাম হয়েছে 'কাসীদা-এ-বুরদা।' 'বুরদাতুন' শব্দের অর্থ নক্‌শাদার চাদর। নক্‌শাদার চাদরের মত এ কবিতায়ও রয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য—এজন্য এর নাম 'কাসীদা-এ-বুরদা'—এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ। অনুবাদে মূল আরবী ছন্দ অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الفَصْلُ الأَوَّلُ

فِيْ ذِكْرِ عِشْقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বিশ্বনবীর প্রতি প্রেম

(১) أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمٍ

১. 'সলম' বনে পড়শিগণের
বিয়োগব্যথা স্মরণ করে
নয়ন যুগল হতে কি ওই
রক্তমাখা অশ্রু ঝরে?

٢ أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ
وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمٍ

২ দূর 'কাজেমা'র প্রান্ত হতে
মাতাল হাওয়া বইছে কিরে
কিংবা 'এজাম' গিরির কোলে
বিজলি হাসে আঁধার চিরে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ
مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

তরজমা ঃ বিশ্ব নিখিল নাস্তিক থেকে
গড়লো যে তাঁর সব গুণ–গান
হাজার সালাম সত্তাকে সেই
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মহান।

সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম
তোমার প্রিয় সখার পরে
সালাত সালাম পাঠাও গো রব
যুগ থেকে যুগ যুগান্তরে।

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبّاً بَعْدَ مَا شَهِدَتْ ٦
بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

৬. মিছেই কেবল করছো গোপন
প্রেম অস্বীকার করছো মিছে
সজল আঁখি, কঠিন পীড়া
দাঁড়ানো দুই সাক্ষী পিছে।

وَاَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى ٧
مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

৭. পীড়ার ক্ষত, অশ্রুধারা
দুই আলামত সর্বনেশে
হলদে কুসুম, রক্তজবা
রয়েছে দুই গণ্ডদেশে।

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِيْ ٨
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمِ

৮. পেলাম সখার মধুর পরশ
নিদ্রা কোলে বিভোর যখন
মনের আগুন বাড়লো দ্বিগুণ
ভাঙতেই সে মধুর স্বপন।

فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا ٣

وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ

৩. বারণ করি যতোই আমি
ততোই আঁসু ঝরায় আঁখি
ততোই হিয়া হয় পেরেশান
যতোই নিষেধ করতে থাকি।

اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ ٤

مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ

৪. বাঁধনহারা আঁসুর ধারা
প্রণয় ব্যাকুল তাপিত মন
প্রেমের সুধা সুপ্ত এতেই
বুঝে কি তা প্রেমিক সুজন?

لَوْلَا الْهَوٰى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ ٥

وَلَا اَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

৫. নাইবা হলে আশেক তবে
কেন বিজন টিলার পরে
'আলমগিরি' 'বান' বিটপী
স্মরে এমন অশ্রু ঝরে?

اِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي ١٢
وَالشَّيْبُ اَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

১২. প্রবীণতার সৎ উপদেশ
যতোই ভাবো সর্বনেশে
মন্দ কিছু নেই আসলে
'তুলহায়াতে'র উপদেশে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِي

فِي مَنْعِ هَوَى النَّفْسِ

প্রবৃত্তির তাড়না

فَاِنَّ اَمَّارَتِي بِالسُّوْءِ مَا اتَّعَظَتْ ١٣
مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيْرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

১৩. জ্ঞান ধীষণায় শীর্ণ জীর্ণ
'দুষ্টমতিআত্মা' আমার
লয়নি কানে সৎ উপদেশ
'তুলহায়াতী' অভিজ্ঞতার।

يَا لَائِمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرَةً ٩
مِنِّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

৯. 'উজড়া' সম গভীরতর
জানলে আমার প্রণয় মীড়ে
করতে না আর বেইন্‌সাফি
বিঁধতে না আর নিন্দা তীরে।

عَدَتْكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرٍ ١٠
عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِمِ

১০. প্রেমিক হলেই স্বাদ পেতে মোর
এই নিদারুণ মর্ম জ্বালার
বুঝতে তখন নেই উপশম
তীব্রতর এই বেদনার।

مَحَضْتَنِي النُّصْحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ ١١
إِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِي صَمَمِ

১১. ভালোবাসা ভুলতে আমায়
যতোই খুশী বলতে পারো
মিছে সবই, আশেক বধির
লয়না কানে মন্ত্র কারো।

فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا ١٧
إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِمِ

১৭. তুষ্ট কভু হয় না যে মন
পাপের পথে, কলুষ দ্বারা
ভোজন বিলাস লোভকে করে
তীক্ষ্ণতর বল্‌গা হারা।

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى ١٨
حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

১৮. 'দুষ্টমতিআত্মা' যে ঠিক
দুগ্ধপায়ী শিশুর মত
বাগড়া না দাও—বাড়বে তবু
দুগ্ধ পানেই থাকবে রত।

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُوَلِّيَهُ ١٨٣
إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِ أَوْ يَصِمِ

১৯. দমন কর রিপু নিচয়
টেনে ধরো কামনা রাস
বানিয়ে নিলে প্রভু তাকে
করবে তোমায় সমূলে নাশ।

وَلَا اَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ قِرٰى ١٤
ضَيْفٍ اَلَمَّ بِرَاْسِيْ غَيْرَ مُحْتَشِمِ

১৪. জরা নামের সেই অতিথি
এলো যখন দেহের ঘরে
নেক আমলের অর্ঘ্য দানি
লইনি তারে বরণ করে।

لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنِّيْ مَا اُوَقِّرُهٗ ١٥
كَتَمْتُ سِرًّا بَدَا لِيْ مِنْهُ بِالْكَتَمِ

১৫. সেই অতিথি আপ্যায়নের
নেই ক্ষমতা জানলে পরে
আমার সকল গুপ্ত বিষয়
রেখে দিতাম গোপন করে।

مَنْ لِّيْ بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا ١٦
كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

১৬. পাগলা ঘোড়া এই বেয়াড়া
মনটাকে মোর ভবঘুরে
বশে এনে কে দেবে হায়
নিপুণভাবে বল্‌গা জুড়ে।

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ ٢٣
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

২৩. ঢের জমেছে পাপের বোঝা
বহাও চোখে অশ্রুধারা
হয় না মোচন পাপের কালি
অনুতাপের কান্না ছাড়া।

وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا ٢٤
وَإِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

২৪. উল্টো চলো শয়তানের ও
দুষ্ট রিপুর হর হামেশা
মন্দ কাজের মন্ত্রদানই
এদের পেশা এদের নেশা।

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا ٢٥
فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

২৫. এই দু'জনা দুষ্ট ভীষণ
পথটা এদের দারুণ টেরা
নেই সেখানে ভালোর কিছু
যেই খানেই থাক না এরা।

وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ ١٩
وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَىٰ فَلَا تُسِمِ

২০. চারণভূমে চলার কালে
কঠোরভাবে দাও পাহারা
গণ্ডি ছেড়ে যায় সে খোশে
অমনি হলে বাঁধনহারা।

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً ٢٠
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

২১. দুষ্ট রিপু ভোগ বিলাসে
নয়ন মোহন দেখায় সোজা
চর্বিতে যে গরল থাকে
সহজে তা যায় না বোঝা।

وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَّمِنْ شَبَعٍ ٢١
فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ

২২. রিপু–ক্ষুধার ছোবল হতে
সতর্কতায় থাকবে অতি
ক্ষুধার চেয়ে অতিভোজন
বদহজমে দারুণ ক্ষতি।

الفصل الثالث

في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রশংসা

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَى الظَّلَامَ اِلَى ٢٩
اِنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَرَمِ

২৯. তরীকা তাঁর ত্যাগ করেই
করছি যুলুম পড়ছি ভুলে
দাঁড়িয়ে থেকে সালাতে যার
চরণ যুগল উঠতো ফুলে।

وَشَدَّ مِنْ شَغَبٍ اَحْشَاءَهُ وَطَوَى ٣٠
تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْاَدَمِ

৩০. বাঁধেন কাপড় পাক উদরে
দারুণ ক্ষুধার তীব্র জ্বালায়
কুসুম তনু রাখতে ঋজু
কঠিন শিলা বাঁধেন মাজায়।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ ٢٦
لَقَدْ نَسَبْتُ بِهٖ نَسْلًا لِذِىْ عُقُمٍ

২৬. কর্মবিহীন ভাষণ থেকে
শরণ যাচি আল্লা পাকের
বন্ধ্যা নারীর বংশধারার
দাবী নিছক উপহাসের।

اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لٰكِنْ مَّا ائْتَمَرْتُ بِهٖ ٢٧
وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِىْ لَكَ اسْتَقِمِ

২৭. দিই উপদেশ ভালো কাজের
খোদ চলেছি মন্দ পথে
এই নসিহত শুধুই ফাঁকা
দেয় না সুফল কোনো মতে।

وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً ٢٨
وَلَمْ اُصَلِّ سِوٰى فَرْضٍ وَلَمْ اَصُمِ

২৮. আখেরাতের দীর্ঘ পথের
নেই পাথেয় শূন্য খামার
ফরয রোজা নামাজ ছাড়া
নফল কিছু নেইকো আমার।

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ ٣٤
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

৩৪. প্রিয়নবী 'মুহম্মদ'ই
দুই জাহানের মহান নেতা
আরব-আজম অধিপতি
বিশ্বগুরু জগৎ জেতা।

نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ ٣٥
أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

৩৫. আদেশ-নিষেধ হা ও না-এর
হুকুমদাতা নবী আমার
সত্য-সঠিক হুকুম জারীর
নেই যে কোনো তুলনা তাঁর।

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ ٣٦
لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

৩৬. প্রিয় সখা খোদ এলাহির
পরকালের কাণ্ডারী সে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
মুক্তি দয়ার ভাণ্ডারী সে।

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ ٣١
عَنْ نَفْسِهٖ فَاَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ

৩১. সোঁনার পাহাড় সামনে এলো
মুখ ফিরালেন অবহেলে
আরাম আয়েশ তুচ্ছভরে
দুই চরণে দিলেন ঠেলে।

وَاَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهُ ٣٢
اِنَّ الضَّرُوْرَةَ لَا تَعْدُوْ عَلَى الْعِصَمِ

৩২. অভাব তাঁকে করল উঁচু
অভ্রভেদী গিরির মত
তাঁর সততা গুণের কাছে
তামাম জাহান হলো নত।

وَكَيْفَ تَدْعُوْ اِلَى الدُّنْيَا ضَرُوْرَةُ مَنْ ٣٣
لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

৩৩. কেমনে তাঁকে করবে কাবু
লোভ-লালসার মোহন মায়া
বিশ্ব ভুবন যার কারণে
নাস্তি থেকে পাইল কায়া।

وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ ٤٠
مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

৪০. সবাই যে তাঁর জ্ঞান মনীষার
সাগর বেলায় অপেক্ষমাণ
সবাই গভীর পিয়াস নিয়ে
বিন্দু বারি চায় অনুদান।

فَهُوَ الَّذِىْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ ٤١
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

৪১. পূর্ণ, নিখুঁত, নজিরবিহীন
মন মননে ছায়ায় কায়ায়
স্রষ্টা স্বয়ং বন্ধু বলে
করলো বরণ গভীর মায়ায়।

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِىْ مَحَاسِنِهِ ٤٢
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

৪২. সকল গুণের মৌল আদিম
উৎসধারা রূপ সুষমার
শরীকবিহীন ভাজ্যবিহীন
অদ্বিতীয় সত্তা যে তাঁর।

دَعَا اِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ ٣٧
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

৩৭. ডাকলো তাঁহার সত্য পথে
সেই ডাকে দেয় দৃপ্ত সাড়া
শক্ত হাতে বজ্র অটুট
রজ্জু কষে ধরলো তারা।

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَفِيْ خُلُقٍ ٣٨
وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ

৩৮. জ্ঞানে-গুণে ধী মনীষায়
নবীকুলের শ্রেষ্ঠ নবী
সব অনুপম সব বেনজীর
স্বভাব চরিত সুরত ছবি।

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ ٣٩
غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

৩৯. সকলে তাঁর সাগর থেকে
আঁজলা পানি যাচ্না করে
এই বাদলের বিন্দু বারি
সবাই মাগে সকাতরে।

لَوْنَاسَبَتْ قَدْرَهُ اٰيَاتُهُ عِظَمًا ٤٦

اَحْيَى اسْمُهُ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ

৪৬. সেই সুমহান সত্তা এমন

ডাকলে পূত নাম নিয়ে তাঁর

জীবন পেয়ে উঠবে হেসে

হাজামজা গলিত হাড়।

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَ الْعُقُوْلُ بِهٖ ٤٧

حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ

৪৭. দয়াল তিনি তাঁর সুবিশাল

হৃদয়খানি দরদ ভরা

এমন হুকুম দেননি তিনি

অসাধ্য যা পালন করা।

اَعْيَى الْوَرٰى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرٰى ٤٨

لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ

৪৮. সত্তা তাঁহার দীপ্ত রবি

তীব্র জ্যোতির উৎসধারা

দেখতে কি চাও পূর্ণ রূপে?

ঝলসে যাবে নয়নতারা।

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِىْ نَبِيِّهِمِ ٤٣
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

৪৩. নবী ঈসায় নাসারাগণ
খোদার বেটা ডাকছে ভুলে
সেইটি বাদে নবীগুণের
গান গেয়ে যাও পরান খুলে।

وَانْسُبْ اِلٰى ذَاتِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ ٤٤
وَانْسُبْ اِلٰى قَدْرِهٖ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

৪৪. মহত্ত্বগুণ মর্যাদা মান
উচ্চ থেকে উচ্চতর
তাঁর সুবিশাল সত্তা সনে
যতোই খুশী যুক্ত করো।

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ ٤٥
حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

৪৫. কেননা সেই মহানবীর
নেই কোনো শেষ গুণ গরিমার
উর্ধ্বে তিনি বাগ্মী, কবির
সব বয়ানের সাধ্যসীমার।

وَكُلُّ اٰيٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ٥٢

فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمِ

৫২. তার মহান নূর উৎসভূমি

সকল নবীর সব মোজেযার

এ নূর বলেই দেখান তাঁরা

যুগে যুগে নিশান খোদার।

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا ٥٣

يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

৫৩. সূর্য তিনি—তাঁর আকাশে

নবী সমাজ গ্রহ-তারা

তাঁরই জ্যোতির কেন্দ্র থেকে

সবাই পেলো জ্যোতির ধারা।

حَتّٰى اِذَا طَلَعَتْ فِى الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاهَا ٥٤

الْعَالَمِيْنَ وَاَحْيَتْ سَائِرَ الْاُمَمِ

৫৪. উদয় হতে সেই দিবাকর

নিখিল ভুবন উঠলো মাতি

সেই সুবিমল আলোক ধারায়

করলো গাহন সকল জাতি।

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ ٤٩
صَغِيرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أُمَمِ

৪৯. দূর থেকে ওই আদিত্যকে
দেখায় ছোট, নিকট গেলে
ক্ষর তেজের দীপ্ত তনু
যায় না দেখা নয়ন মেলে।

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ ٥٠
قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

৫০. ব্যর্থ হলো কাছের মানুষ
বুঝতে যে রূপ চিত্তহারী
সেই সুষমার তত্ত্ব গভীর
বুঝবে কী আর স্বপ্নচারী!

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ أَنَّهُ بَشَرٌ ٥١
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ

৫১. এই টুকুনে তুষ্ট থাকো
তিনিই সেরা সৃষ্টি খোদার
মানব বটে—তবু ধরায়
নেই যে কোনোই তুলনা তাঁর।

كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ ٥٨

مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

৫৮. মুচকি হাসির অন্তরালে
ঝিলিক হানে দন্ত সারি
যেন সাগর–ঝিনুক থেকে
আনলো তাজা মুক্তো পাড়ি।

لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظُمَهُ ٥٩

طُوبَى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ

৫৯. শয়ান তিনি যেই মাটিতে
খোশবু যে নেই তার মতো আর
ভাগ্য দারাজ চুম্‌লো যারা
শুঁক্‌লো যারা সুরভি তার।

أَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيٍّ زَانَهُ خُلُقٌ ٥٥
بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

৫৫. চারু স্বভাব মঞ্জু কায়া
দেহ মনের রূপ মাধুরী
দুয়ে মিলে সেই অপরূপ
রূপকুমারের নেই যে জুড়ি।

كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ ٥٦
وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ

৫৬. কোমলতায় গোলাপ কলি
উজ্জ্বলতায় তারাপতি
বদান্যতায় মহাসাগর
শৌর্যে অমোঘ কালের গতি।

كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ ٥٧
فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِ

৫৭. কুসুম কোমল তবু যে তাঁর
স্বভাবসুলভ তেজঃমহিমায়
একলাকেও মনে হতো
ঘেরা বিপুল সৈন্য-সেনায়।

وَبَاتَ اِيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ ٦٢
كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمِ

৬২. ধরলো ফাটল খসরু রাজের
বালাখানার উচ্চশিরে
লাগলো বিবাদ সৈন্যদলে
এলো না আর শান্তি ফিরে।

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ ٦٣
عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

৬৩. সেই বেদনার দীর্ঘশ্বাসে
নিভলো পূজার বহ্নিশিখা
শুকিয়ে গেলো ফোরাত নদীর
সলিলধারা চলন্তিকা।

وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا ٦٤
وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِ

৬৪. সাওয়া হ্রদের অম্বুরাশি
শুষ্ক হলো সেই বেদনায়
জলকে চলো পিয়াসু দল
ফিরে গেলো ভগ্ন হিয়ায়।

الفصلُ الرابع

فِي مولدِ النبيّ صلى الله عليه وسلّم

বিশ্বনবীর আবির্ভাব

٦٠ أَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيبِ عُنْصُرِهِ
يَا طِيبَ مُبْتَدَإٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ

৬০. অন্ত-আদি সব উপাদান
পবিত্র যার পূর্ণ নূরে
আবির্ভাবে সেই নায়কের
লাগলো চমক বিশ্ব জুড়ে।

٦١ يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمُ
قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

৬১. উঠলো কেঁপে ইরান ভূমি
রইলো না আর বাকী বুঝার
মঞ্চে হাজির ন্যায়ের রাজা
সময় খতম অগ্নিপূজার।

مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ ٦٨
بِأَنَّ دِينَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ

৬৮. আকাশ হতে উজল তারা
পড়লো খসে মাটির ভূমে
দেব দেবীদের মূর্তিগুলো
উল্টে পড়ে জমিন চুমে।

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوا فِي الْأُفُقِ مِنْ شُهُبٍ ٦٩
مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ

৬৯. জ্যোতিষ তাদের বলেছিলো
ভ্রান্ত ধরম টিকবে না আর
তবু অটল রইলো তাতে
জ্ঞান করে সে মিথ্যাকে সার।

حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ ٧٠
مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوا إِثْرَ مُنْهَزِمِ

৭০. শয়তানেরা নিক্ষেপিত
অগ্নিবাণের তীব্র জ্বালায়
ওহীর আকাশ-সড়ক ছেড়ে
একের পিছে অন্যে পালায়।

كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ ٦٥
حُزْنًا وَّبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

৬৫. অগ্নি যেন সলিল হলো
সলিল পেলো রূপ আগুনের
সেই বিষাদে সর্বব্যাপী
বইলো তুফান ইনকিলাবের।

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ ٦٦
وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَّمِنْ كَلِمِ

৬৬. জানিয়ে দিলো জিনেরা তাঁর
আবির্ভাবের খোশ খবরী
ছড়িয়ে গেলো সেই বারতা
ত্বরিৎ বেগে ভুবন ভরি।

عَمُّوْا وَصَمُّوْا فَاِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ ٦٧
تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

৬৭. ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো তবু
অন্ধ বধির ভ্রান্ত কাফের
জাগালো না হৃদে সাড়া
দীপ্ত নিশান নবুওয়াতের।

الفصل الخامس

فِي ذِكْرِ مِنْ دَعْوَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সত্যের আহ্বান

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً ٧٣
تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

৭৩. চরণবিহীন বৃক্ষরাজি
মোর পিয়ারা নবীর ডাকে
হাজির হলো কাণ্ডভরে
সিজদারত পত্রে শাখে।

كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِّمَا كَتَبَتْ ٧٤
فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

৭৪. আসলো তারা শির আনত
মুহাব্বতের গভীর টানে
আসলো যেন গুণ-গানের
পংক্তি লিখে তাঁহার শানে।

كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ ٧١
أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصٰى مِنْ رَّاحَتَيْهِ رُمِيْ

৭১. পালায় যথা হস্তিসেনা
আব্‌রাহা শা' মহাপাপীর
নিক্ষেপিত নবীর ধুলায়
কিংবা যথা পালায় কাফির।

نَبْذًا بِهٖ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا ٧٢
نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

৭২. ইউনুস নবীর তসবি পাঠে
মৎস্য যথা শীঘ্র অতি
উদ্‌গারি তায় ফেলল চরায়
অধীর হয়ে তীব্রগতি
তেমনি নবীর হস্ত হতে
কাঁকরগুলো তসবিরত
ধাইল ত্বরা লক্ষ্যভেদী
তীক্ষ্ণ গতি তীরের মতো।

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى ৭৯
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

৭৭–৭৯ সওর গিরি গুহার কোলে
লুকান নবী সংগোপনে
চিরদিনের প্রাণের সাথী
আবুবকর তাঁহার সনে।
উভয় সাথী গুহার মাঝে
তবু কাফির দেখতে না পায়
চক্ষু তাদের অন্ধ হলো
মহানবীর পাক মোজেযায়।
দেখলো তারা উর্ণনাভে
জাল বুনেছে গুহার মুখে
তারই পাশে কবুতরে
ডিম পেড়েছে মনের সুখে।
বললো তারা এই গুহাতে
কেউ ঢুকেনি আজ নিশীথে
পুরান এসব শীঘ্র চলো
তালাশ করি অন্য ভিতে।

وَقَايَةُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُّضَاعَفَةٍ ৮০
مِنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْاُطُمِ

৮০. শত্রুকুলের বিপুল রসদ
তীর তলোয়ার দুর্গ থেকে
ভয়-ভীতিহীন বেপরোয়া
করলো খোদা তাঁর নবীকে।

مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنّٰى سَارَ سَائِرَةً ٧٥
تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِلْهَجِيْرِ حَمِيْ

৭৫. রৌদ্র তাপে চলতে পথে
মাথার উপর বাদল এসে
ধরতো ছায়া নিবিড়ভাবে
শূন্যে থেকে হাওয়ায় ভেসে।

اَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ اِنَّ لَهٗ ٧٦
مِنْ قَلْبِهٖ نِسْبَةً مَبْرُوْرَةَ الْقَسَمِ

৭৬. চাঁদ বিদারণ বুক বিদারণ
দুয়ের মাঝে মিল যে মেলা
'খোদার কসম' দুই ঘটনা
নূরের মেলা, নূরের খেলা।

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَمٍ ٧٧
وَكُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِ

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرِيَا ٧٨
وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اَرِمِ

وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِنْ نُبُوَّتِهِ ٨٤
فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمِ

৮৪. অপেক্ষা শেষ—সজ্জিত মন
জ্যোতির্লোকের দীপ্ত ভূষায়
স্বপ্নে ওহী শুরু হলো
নবুওয়াতের রাঙা ঊষায়।

تَبَارَكَ اللّٰهُ مَا وَحْيٌ بِمُكْتَسَبٍ ٨٥
وَلَا نَبِيٌّ عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ

৮৫. খোদার সেরা দান নবুওয়াত
আহরণের বস্তু এ নয়
গায়বী কথা কয় না নবী
খোদার ওহী কণ্ঠে শোনায়।

آيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ٨٦
بِدُونِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

৮৬. মোজেযা তাঁর পষ্টতর
দীপ্ত উজল চিহ্ন হকের
কায়েম ছিলো সাধ্যাতীত
এই ব্যতীত সত্য ন্যায়ের।

مَا سَامَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ ٨١
إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضَمِ

৮১. যেই বিপদে যখন আমি
তাঁর সমীপে চাইছি শরণ
পেয়েছি তাঁর মদদ নিতি
বিফল কভু হয়নি কখন।

وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ ٨٢
إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدٰى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمِ

৮২. দুই জাহানের নিয়ামতের
যখনই যা দরবারে তাঁর
যাচ্না করে হাত পেতেছি
ব্যর্থ কভু হইনি তো আর।

لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ ٨٢
قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ

৮৩. স্বপ্নতেও পেতেন ওহী
পষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া
নয়নে তাঁর নিদ এলেও
হৃদয় ছিলো তন্দ্রাহারা।

الْفَصْلُ السَّادِسُ

فِيْ ذِكْرِ شَرَفِ الْقُرْاٰنْ

কুরআনুল কারীমের মর্যাদা

٩٠ دَعْنِيْ وَوَصْفِيْ اٰيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ
ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰى لَيْلًا عَلٰى عَلَمِ

৯০. গিরি শিখর উজল করা
দিক-দিশারী অগ্নি যথা
দাও আমাকে বলতে এবার
পুণ্যে ভরা সে সব কথা।

٩١ فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ
وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظِمِ

৯১. মুক্তো মানিক গাঁথলে মালায়
বাড়ে বটে তাহার শোভা
না গাঁথলেও দীপ্তি সমান
একই সমান মনোলোভা
তেমনি কুরান করলে বয়ান
দীপ্তি বাড়ে লোক সমাজের
না করলেও বয়ান তাতে
কোনই ক্ষতি নেই কুরআনের।

كَمْ أَبْرَأَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ ٨٧
وَأَطْلَقَتْ أَرِبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ

৮৭. কতোই হলো রোগ নিরাময়
তাঁহার হাতের পরশ মেখে
কতো পাগল মুক্তি পেলো
উন্মাদনার শেকল থেকে।

وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ ٨٨
حَتَّى حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الدُّهُمِ

৮৮. খরায় মরা আকাল ভরা
বর্ষ কতো সর্বনেশে
দোয়াতে তাঁর জীবন পেলো
ফুল-ফসলে উঠলো হেসে।

بِعَارِضٍ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا ٨٩
سَيْبًا مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلًا مِنَ الْعَرِمِ

৮৯. সেই দোয়াতে বিষ্টি জলের
ঢল বয়ে যায় বাঁধনহারা
'এরেম' বাঁধের দেয়াল ভেঙে
বইল যেমন বন্যাধারা।

دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ ٩٥
مِنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ

৯৫. সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব
শ্রেষ্ঠ এ যে সব মোজেযার
শেষ হয়েছে সব মোজেযা
হবে না শেষ মোজেযা তাঁর।

مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِينَ مِنْ شُبَهٍ ٩٦
لِذِي شِقَاقٍ وَلَا يَبْغِينَ مِنْ حَكَمِ

৯৬. আয়াতমালা পষ্টতর
বিন্দুও লেশ নেই জড়তার
সব বিচারের ঊর্ধ্বে কুরান
ঊর্ধ্বে সকল দ্বন্দ্ব–দ্বিধার।

مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ ٩٧
أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقِيَ السَّلَمِ

৯৭. নামলো যখন অরাতিকুল
মোকাবেলায় এই কিতাবের
বাধ্য হলো সন্ধি করায়
ক্লান্তি বয়ে পরাজয়ের।

فَمَا تَطَاوَلَ اٰمَالُ الْمَدِيْحِ اِلٰى ٩٢
مَا فِيْهِ مِنْ كَرَمِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

৯২ মহিমা তার এতোই বেশী
উচ্চ এতো তাঁর মহাশির
পায় কি কভু নাগাল তাঁহার
কল্পনাতে কোনো কবির ?

اٰيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ ٩٣
قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

৯৩. অনাদি সেই সত্তা সম
কালাম ‘কাদিম’ শুরুবিহীন
অথচ তার অর্থমালা
চির নতুন, চির নবীন।

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا ٩٠
عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَّعَنْ اِرَمِ

৯৪. মুক্ত কালের পাঞ্জা থেকে
তবু আছে বার্তা কালের
খবর আছে বিচার দিনের
আছে খবর ‘আদ’ ‘এরেমের’।

قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيهَا فَقُلْتُ لَهُ ١٠١
لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللهِ فَاعْتَصِمِ

১০১. নয়ন শীতল হয় পঠনে
বলছি শোনো পাঠকদেরে
ধরেছো ঠিক অটুট রশি
দিও না এই রজ্জু ছেড়ে।

إِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِنْ حَرِّ نَارِ لَظَى ١٠٢
أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ

১০২. এর তিলাওয়াত দেয় নিভিয়ে
জাহান্নামের অগ্নিশিখা
ভাগ্য দুয়ার দেয় খুলে এ
পরায় ভালে বিজয়টিকা।

كَأَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ بِهِ ١٠٣
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَمِ

১০৩. জান্নাতী জাম কাওছারের এ
স্বচ্ছ শীতল পুণ্যধারা
হয় উজালা এর পরশে
পাপীর কালো রূপ চেহারা।

رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوٰى مُعَارِضِهَا

رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِيْ عَنِ الْحَرَمِ

৯৮. সম্মানী বীর দুরাচারের

হামলা যেমন ব্যর্থ করে

মর্যাদা–মান পরিবারের

রক্ষা করে সৌর্য ভরে

তেমনি কুরান ভাষা এবং

অলংকারে তার অনাবিল

বিরোধীদের সকল চ্যালেঞ্জ

অলীক দাবী করলো বাতিল।

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِيْ مَدَدٍ ٩٩

وَفَوْقَ جَوْهَرِهٖ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

৯৯. নিতুই বাড়ে মর্ম–মানে

উর্মি সম নীল সাগরের

হীরে মোতি পান্না থেকে

কান্তি কিমত ঢের বেশী এর।

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى عَجَآئِبُهَا ١٠٠

وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

১০০. নেই অবসাদ তিলাওয়াতে

অবাক অবাক মর্মে ভরা

এর অবদান বিপুল বিশাল

হিসাব নিকাশ যায় না করা।

الفصل السابع

في ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم

মি'রাজ

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ ١٠٧
سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْنُقِ الرُّسُمِ

১০৭. উট হাঁকিয়ে, পায়দলে কেউ
সুদূর মরু দিয়ে পাড়ি
তোমার দ্বারে দানের আশে
ভিড় করে সব যাচ্‌নাকারী।

وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ ١٠٨
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمٍ

১০৮. তুমি সেরা নজির নিশান
ধ্যানী–জ্ঞানী চিন্তাবিদের
শ্রেষ্ঠতর বিভব তুমি
ভদ্র মানী সম্মানীদের।

وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً ١٠٤
فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

১০৪. ন্যায়বিচারের নিক্তি সঠিক
সূক্ষ্ম সড়ক পুলসিরাতের
ফরক্বকারী ঈমান-কুফর
আলো-আঁধার, হক-বাতিলের।

لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحَ يُنْكِرُهَا ١٠٥
تَجَاهُلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

১০৫. বিদ্যাবিনোদ ধীমান কাফের
ঝুট বলে যে এই কুরানে
হিংসা-দ্বেষের ফল তা শুধু
মনে ঠিকই সত্য জানে।

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ ١٠٦
وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

১০৬. চক্ষু পীড়ায় রোগীর কাছে
খারাপ লাগে সূর্য-আলো
রোগের দরুন মিঠে জলও
লাগে না আর জিভে ভালো
তেমনি যতো পীড়িত জন
হৃদে যাদের ব্যারাম আছে
এই কুরানের মধুর বাণী
লাগবে খারাপ তাদের কাছে।

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ ١١٢
فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

১১২. সপ্ত আকাশ করলে সফর
ফেরেশতাদের মিছিল লয়ে
যেমনি চলে সেনাপতি
সবার আগে ঝাণ্ডা বয়ে।

حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِمُسْتَبِقٍ ١١٣
مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِمُسْتَنِمِ

১১৩. অবশেষে পৌঁছলে খোদার
নিকট থেকে নিকট আরো
পৌঁছা যেথায় হয়নি এবং
হবে না আর সাধ্য কারো।

حَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ إِذْ ١١٤
نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

১১৪. সবায় পিছে ফেললে তুমি
নেই তুলনা কারুর সনে
ধন্য তুমি 'আরশে আলায়'
একক রূপে আমন্ত্রণে।

سَرَيتَ مِن حَرَمٍ لَيلًا اِلىٰ حَرَمٍ ١٠٩
كَمَا سَرَى البَدرُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

১০৯. পৌঁছলে রাতে এক হারামে
আর হারামের প্রান্ত ছাড়ি
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেমন
রাত–সাগরে জমায় পাড়ি।

وَبِتَّ تَرْقىٰ اِلىٰ اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً ١١٠
مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

১১০. পৌঁছলে 'কাবা কাওসাইনে'
দরবারে খোদ আল্লা' তলার
অবাক সফর ভূমণ্ডলে
করেনি কেউ কল্পনা যার।

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا ١١١
وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلىٰ خَدَمِ

১১১. নবী সমাজ তোমায় নিয়ে
করলো খাড়া সবার আগে
ভৃত্য যেমন প্রভুকে তার
দেয় এগিয়ে অগ্রভাগে।

بُشْرَىٰ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا ١١٨
مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

১১৮. ভাগ্য দারাজ এ মিল্লাতের
খোদার প্রিয় রাসূল আমীন
করলো কায়েম এমন খুঁটি
ধ্বংস যাহার নেই কোনো দিন।

لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ ١١٩
بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ

১১৯. খোদার দয়ায় মোদের রাসূল
সব রাসূলের সেরা রাসূল
তেমনি মোরা সকল জাতির
সেরা জাতি নেই তাতে ভুল।

كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَىِّ مُسْتَتِرٍ ١١٥
عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَىِّ مُكْتَتِمٍ

১১৫. সংগোপনে পার্শ্বে নিয়ে
দিলেন খুলে রহস্য দ্বার
নেই ক্ষমতা তুমি ছাড়া
কারুরই তা জানার বুঝার।

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ ١١٦
وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمٍ

১১৬. কামালতের সোপানরাজি
নীরব ধ্যানে সব হয়ে পার
পৌছলে তুমি এককভাবে
শীর্ষ চূড়ে সব মহিমার।

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُتَبٍ ١١٧
وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْلِيْتَ مِنْ نِعَمٍ

১১৭. দিলেন তোমায় যেই নিয়ামত
নেই যে কোনো তুলনা তার
পেয়েছো তা একাই তুমি
কাউকে দেয়া হয় নি যে আর।

وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ ١٢١
اَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

১২২. প্রতি লড়াই শত্রুকুলের
ঘোর পরাজয় আনতো বয়ে
ভাবতো যদি পালান্ যেতো
চিল-শকুনের সংগী হয়ে।

تَمْضِي اللَّيَالِي وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا ١٢٣
مَالَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

১২৩. শঙ্কিত মন দিশেহারা
এতোই ছিলো শত্রু কাফের
ভুলে যেতো রাতের খবর
সময় ছাড়া হারাম মাসের।

كَاَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ ١٢٤
بِكُلِّ قَرْمٍ اِلٰى لَحْمِ الْعِدٰى قَرِمِ

১২৪. সেই বাহাদুর জংগী সেনার
অতিথ রূপে ছিলো এ দ্বীন
বৈরী সেনার রক্ত লোভী
ছিলো যারা যুদ্ধকালীন।

اَلْفَصْلُ الثَّامِنُ

فِي ذِكْرِ جِهَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

জিহাদ

رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰى اَنْبَاۤءُ بِعْثَتِهٖ ١٢٠
كَنَبْاَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

১২০. আবির্ভাবে বিশ্বনবীর
কাঁপল হিয়া অরাতিদের
কাঁপে যেমন মেষের হিয়া
ঘোর নিনাদে সিংহরাজের।

مَازَالَ يَلْقَاهُمْ فِيْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ ١٢١
حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمٍ

১২১. বীর নবীজীর মোকাবেলায়
শত্রুসেনা যুদ্ধ মাঠে
চূর্ণ হতো, চূর্ণিত হয়
গোশ্‌ত যেমন কসাই–কাঠে।

مَكْفُولَةً اَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ اَبٍ ١٢٨
وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ

১২৮. পতির ছায়ে পত্নী যেমন
রয় নিরাপদ শঙ্কাহারা
আমান হলো খোদার এ দ্বীন
তাঁদের ছায়ে তেমনি ধারা।

هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مَصَادِمَهُمْ ١٢٩
مَاذَا رَاٰى مِنْهُمْ فِى كُلِّ مُصْطَدَمِ

১২৯. শত্রু সনে যুদ্ধকালে
কেমন ছিলো অটল পাহাড়
শুধাও রণ ভূমির কাছে
পাবে অনেক সাক্ষী তাহার।

فَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ اُحُدًا ١٣٠
فُصُوْلَ حَتْفٍ لَهُمْ اَدْهٰى مِنَ الْوَخَمِ

১৩০. বদর ওহুদ হুনায়েনের
মাঠের কাছে শুধাও তুমি
বলবে তা সব কাফির সেনার
প্লেগ–ভয়াল বধ্যভূমি।

يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ ١٢٥
تَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

১২৫. করতো তারা হামলা ভীষণ
আরবী তাজী অশ্বে চড়ে
সাগর বেলায় ঊর্মি যথা
ক্রুদ্ধ রোষে আছড়ে পড়ে।

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلّٰهِ مُحْتَسِبٍ ١٢٦
يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

১২৬. আত্মত্যাগী, পুণ্যকামী
বীর মুজাহিদ মর্দে মুমিন
ক্ষীপ্র বেগে আঘাত হেনে
সব কুফরী করলো বিলীন।

حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ ١٢٧
مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ

১২৭. মিটলো দ্বীনের দৈন্যদশা
পূর্ণ হলো হিম্মতে মন
ফিরলো সুদিন মিললো বহু
সংগী সাথী বন্ধু স্বজন।

تُهْدِى إِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمُ ١٢٤
فَتَحْسَبُ الْوَرْدَ فِي الْأَكْمَامِ كُلَّ كَمِ

১৩৪. ছড়িয়ে যতো বিজয় খবর
বের হলেই অভিযানে
উতাল বায়ে ছড়ায় যথা
গোলাপ সুবাস সর্বখানে।

كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبًا ١٢٥
مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ حُزُمِ

১৩৫. অশ্ব পিঠে থাকতো লেগে
অটল আসন নিটোল কায়ে
তৃণ যেমন লেপটে থাকে
শেকড় গেড়ে টিলার গায়ে।

طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَى مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا ١٢٦
فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ

১৩৬. ভড়কে গেলো এমনি কাফির
চড়তে দেখে ছাগল ছানা
ভয় পালাতো—ভাবতো মনে
আসছে মুমিন দিচ্ছে হানা।

اَلْمُصْدِرِي الْبِيضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ ١٣١
مِنَ الْعِدٰى كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

১৩১: হলো তাদের আক্রমণে
শুভ্র শ্বেত সব তরোয়াল
কৃষ্ণ–চিকুর তরুণ তাজা
শত্রু সেনার রক্তে যে লাল।

وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ ١٣٢
اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمِ

১৩২ তাদের যতো পীত বরণ
তীরের ফলা তীক্ষ্নতর
ব্যূহে পশি বৈরিকুলের
করলো তনু জরজর।

شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا تُمَيِّزُهُمْ ١٣٣
وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيمَا مِنَ السَّلَمِ

১৩৩. কাফির থেকে ভিন্ন তাদের
করলো সজুদ চিহ্ন ভালের
বাবুল কাঁটার মধ্যে যেমন
ভিন্ন শোভা লাল গোলাপের।

كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مِنْ جَدِلٍ ١٤٠
فِيهِ وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ

১৪০. হারিয়ে দিলো দ্বন্দ্বে কুরান
বৈরীদেরে অসংখ্য বার
কতোই হলো পরাভূত
শত্রু খর যুক্তিতে তাঁর।

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً ١٤١
فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيبِ فِي الْيُتُمِ

১৪১. এতীম অনাথ উম্মী আবার
আঁধার ঢাকা আরব ভূমি
কী মোজেযা ! এরই মাঝে
ভাষা–কলার বাদশা তুমি।

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُهٗ ١٣٧
اِنْ تَلْقَهُ الْاُسْدُ فِيْ اٰجَامِهَا تَجِمِ

১৩৭. নবীর মদদ পেলো যারা
দেখা হলে তাদের সনে
যায় পালিয়ে সিংহ রাজও
জানের ভয়ে গভীর বনে।

وَلَنْ تَرٰى مِنْ وَّلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ ١٣٨
بِهٖ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

১৩৮. এমন সাথী নেই নবীজীর
কোনো মদদ পায়নি যে তার
নেই অরি তাঁর এমন কোনো
হয়নি ক্ষতি বরবাদী যার।

اَحَلَّ اُمَّتَهٗ فِيْ حِرْزِ مِلَّتِهٖ ١٣٩
كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْاَشْبَالِ فِيْ اَجَمِ

১৩৯. রাখলো দ্বীনের দুর্গ মাঝে
নিরাপদে শিষ্যগণে
সিংহ যথা নিরাপদে
রাখে শাবক গভীর বনে।

اَطَعْتُ غَيَّ الصِّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا ١٤٤
حَصَّلْتُ اِلَّا عَلَى الْاٰثَامِ وَ النَّدَمِ

১৪৪. মত্ত র‌লাম কাব্য কলায়
সমাজ সেবার হট্টগোলে
পাপের বোঝায় ন্যুব্জ এখন
অনুতাপে মরছি জ্বলে।

فَيَاخَسَارَةَ نَفْسِىْ فِىْ تِجَارَتِهَـــا ١٤٥
لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

১৪৫. কতোই ক্ষতি হলো রে-মন
দুনিয়াদারির মোহে পড়ি
দুনিয়া বেচে কিনলে না দ্বীন
করলেও না দরাদরি।

وَمَنْ يَّبِعْ اٰجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهٖ ١٤٦
يَبِنْ لَـهُ الْغَبْنُ فِىْ بَيْعٍ وَفِىْ سَلَمِ

১৪৬. ইহকালের লাভের আশায়
বেচে যে সুখ পরকালের
ভাগ্যে তাহার আছে কেবল
দহন জ্বালা পরিতাপের।

الفصل التاسع

فی طلب مغفرة من الله تعالی وشفاعة من رسول الله صلی الله علیه وسلم

আল্লাহর ক্ষমা ও নবীজীর শাফায়াত প্রার্থনা

١٤٢ خَدَمْتُهُ بِمَدِيحٍ اَسْتَقِيلُ بِهِ
ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضٰى فِي الشِّعْرِ وَالْخِدَمِ

১৪২. পেয়ারা নবীর পাক কদমে
পেশ করিলাম এ নযরানা
এই ওছিলায় গুনা খাতা
মাফ করো মোর হে রাব্বানা।

١٤٣ اِذْ قَلَّدَانِیْ مَا تُخْشٰى عَوَاقِبُهُ
كَاَنَّنِیْ بِهِمَا هَدْیٌ مِنَ النَّعَمِ

১৪৩. কুরবানির ওই পশুর মতো
গলায় রশি জবাই মাঠে
চলছি তবু উদাস বেভুল
রইছি মজে বিশ্ব-হাটে।

حَاشَاهُ أَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ ١٥٠
أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

১৫০. তাঁর সমীপে মদদ মেগে
হয়নি তো কেউ ব্যর্থ কখন
হয়নি বিফল শরণ যেচে
লভেছে তাঁর অভয় শরণ।

وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ ١٥١
وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزِمِ

১৫১. ভাবছি মনে তাঁর তারিফের
কাব্য—কুসুম মাল্য গাঁথি
এই হবে মোর রোজ হাশরে
বিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথী।

وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ ١٥٢
إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَمِ

১৫২ দান যেন তাঁর সিন্ধু বারি
কেউ ফেরে না রিক্তহাতে
বাদল যথা ফলায় ফসল
নিম্ন ভূমে—ফুল টিলাতে।

اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِىْ بِمُنْتَقِضٍ ١٤٧
مِنَ النَّبِيِّ وَلَاحَبْلِىْ بِمُنْصَرِمِ

১৪৭. পাপ করেছি ঢের যদিও
তবু আশা এ বুক জুড়ে
দিবেন নাকো দয়াল নবী
বাঁধন ছিঁড়ে তাড়িয়ে দূরে।

فَاِنَّ لِىْ ذِمَّةً مِنْـهُ بِتَسْمِيَتِىْ ١٤٨
مُحَمَّدًا وَّهُوَ اَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

১৪৮ নামটি আমার নবীর নামে
‘মুহম্মদ’ই রাখার ফলে
শাফায়াতের ভরসা তাঁহার
রাখছি পুষে বুকের তলে।

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ مَعَادِىْ اٰخِذًا بِيَدِىْ ١٤٩
فَضْلًا وَّاِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّـةَ الْقَدَمِ

১৪৯. দয়াল নবীর পাক শাফায়াত
সেদিন যদি না পাই আহা!
ধ্বংস ছাড়া ভাগ্যে তবে
থাকবে না আর কোনই রাহা।

اَلْفَصْلُ الْعَاشِر

فِىْ ذِكْرِ الْمُنَاجَاتِ وَعَرْضِ الْحَاجَاتِ

মুনাজাত

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ ١٥٤
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

১৫৪. তুমি ছাড়া প্রিয় রাসূল
নেই কেহ আর এ সংসারে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
শরণ নেবো যাহার দ্বারে।

وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاهُكَ بِىْ ١٥٥
اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

১৫৫. শেষ বিচারে মোর সুপারিশ
করলে তুমি—মহামতি
তোমার মহা উচ্চ শানের
হবে না তায় কোনোই ক্ষতি।

وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِى اقْتَطَفَتْ ١٥١
يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا اَثْنٰى عَلٰى هَرَمِ

১৫৩. সুনাম খ্যাতি পার্থিব লোভ
এই কাসীদার নেই যে আমার
ছিলো যেমন আরব কবি
জোহায়েরের কাব্য গাথার।

يَارَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِيْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ ١٥٩
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

১৫৯. হাজির তোমার দরবারে রব
অনেক আশা আরজু নিয়া
কোরো না কো নিরাশ আমায়
দিও না কো ভেঙে হিয়া।

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ ١٦٠
صَبْرًا مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

১৬০. দুই জাহানে এ দুর্বলে
ঢালো আশীষ প্রেম করুণার
নয়তো বিভু হারিয়ে যাবে
ঘোর বিপদে ধৈর্য তাহার।

وَائْذَنْ لِسُحْبِ صَلٰوةٍ مِنْكَ دَائِمَةً ١٦١
عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍّ وَمُنْسَجِمِ

১৬১. দরূদ পাকের মেঘমালাকে
দাও গো হুকুম হে 'জুলজালাল'
নবীর পরে বিপুল ধারে
বর্ষে যেন অনন্তকাল।

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا ١٥٦
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

১৫৬ কেননা যে দুই জাহানই
ফসল তোমার মহাদানের
'লওহ' 'কলম' জ্ঞান পেলো তো
অংশ থেকে তোমার জ্ঞানের।

يَا نَفْسُ لَا تَقْنُطِىْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ ١٥٧
اِنَّ الْكَبَائِرَ فِى الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

১৫৭. প্রাণ রে ! তুই নিরাশ কেনে
যদিও তোর পাপ বেশুমার
তার চে' বড় খোদার ক্ষমা
শেষ সীমানা নেই সে ক্ষমার।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّىْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا ١٥٨
تَاْتِىْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقِسَمِ

১৫৮. এই তো আশা—হবে বিশাল
যার যতোই বোঝা পাপের
হিস্যা পাবে সে ততোই
তোমার অসীম রহমাতের।

فَاغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا ١٦٥
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَاذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

১৬৫. দয়াল ওগো ! রচক পাঠক
শ্রোতা যারা এই কাসীদার
তাদের পরেও ঝরাও তোমার
আশীষ ধারা প্রেম করুণার।

وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ ١٦٢

أَهْلِ التُّقَى وَالنُّقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

১৬২. আল আসহাব তাবেয়ীনের
ওপর ঝরাও শান্তিধারা
পরহেজগারী পবিত্রতা
সর্বগুণে ধন্য যারা।

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ ١٦٣

وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ

১৬৩. আবূ বকর ওমর আলী
ওসমান—এ চার খলিফায়
অনন্তকাল সিক্ত করে
রেখো তোমার আশীষ ধারায়।

مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَبَا ١٦٤

وَأَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِي الْعِيسِ بِالنَّغَمِ

১৬৪. প্রভাত সমীর ‘বান’ বিটপীর
দুলিয়ে যাবে শাখ যতোকাল
যতো দিনই হুদী গেয়ে
উট চালাবে উটের রাখাল
ততো দিনই প্রিয়নবী
আর যতো তাঁর সংগী সাথী
সবার ওপর ঝরাও তোমার
আশীষ বারি দিন ও রাতি।